85102 - কাউকে কাফরে বলার মূলনীতসিমূহ

প্রশ্ন

যে সমস্ত মূলনীতরি উপর ভত্তিি করে কোনো ব্যক্তকিে কাফরে কংিবা মুনাফকি হুকুম দয়ো যায় সগেুলো অনুগ্রহ করে জানাবনে; যাতে করে আমি এমন কোনো বদিআতে লপ্তি না হই যাতে বহু দল জড়য়িে পড়ছে। আর আমাকে এ বষিয়ে কোন কতিাব পড়ার পরামর্শ দবিনে? উল্লখ্যে আমি একজন প্রাথমকি পর্যায়রে তালবিুল ইলম।

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

কাফরে বা ফাসকে হুকুম দয়োর মূলনীতসিমূহ:

সংশ্লষ্টি কথা বা কাজ যে কাফরে হওয়া বা ফাসকে হওয়াকে আবশ্যক করে এর সপক্ষে কুরআন বা সুন্নাহর প্রমাণ থাকা। কাফরে হওয়া বা ফাসকে হওয়ার শর্তাবলি পূর্ণ হওয়া ও প্রতবিন্ধকতাগুলো দূর হওয়ার মাধ্যমে বধিানটি নর্দিষ্টি সইে বক্তা বা কর্তা উপর প্রযোজ্য হওয়া।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

কাফরে ও ফাসকে হুকুম প্রদান: কুরআন-সুন্নাহর পদ্ধতি

কাফরে ও ফাসকে হুকুম প্রদান আমাদরে হাতে নয়। বরং এর উৎস আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এটি শরয়ি বধিানরে অন্তর্ভুক্ত, যার উৎস হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ। সুতরাং এ ব্যাপারে চূড়ান্ত নশ্চিতি হওয়া আবশ্যক। কুরআন ও সুন্নাহ যার কাফরে বা ফাসকে হওয়া প্রমাণ করে তাকে ছাড়া অন্য কাউকে কাফরে বা ফাসকে হুকুম দওেয়া যাবে না।

মুসলমিকে কাফরে হুকুম দয়োর ক্ষত্রেে শথিলিতার ভয়াবহতা ও পরণিতি:

বাহ্যতঃ দ্বীনদারতিা প্রকাশমান মুসলমিরে ক্ষত্রেে মূল অবস্থা হচ্ছে তার ইসলাম অটুট থাকা ও দ্বীনদারতিা বজায় থাকা; যতক্ষণ না কোনো শরয়ি দলীলরে মাধ্যমে তার এই অবস্থা দূর হওয়া সাব্যস্ত হয়। এমন মুসলমিকে কাফরে বা ফাসকে

হুকুম প্রদান করার ক্ষত্রেে শথিলিতা করা জায়যে নয়। কারণ এমন শথিলিতায় জঘন্য দুইটি অনষ্টি রয়ছে:

এক: এই হুকুমরে ক্ষত্রেে আল্লাহ তাআলার উপর মথি্যারোপ করা এবং হুকুমটি যে ব্যক্তরি উপর প্রয়োগ করা হয়ছে তাকে বশিষেতি করার ক্ষত্রেে মথি্যা বলা।

দুই: মুসলমি ভাইয়রে উপর অপবাদ আরোপে লপি্ত হওয়া; যদি সে এর থকেে মুক্ত হয়।

সহহি বুখারী (৬১০৪) ও মুসলমি (৬০) বর্ণনা করনে: আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: "ব্যক্তি যদি তার ভাইকে কাফরে বলে তাহলে তাদরে দুজনরে মাঝে একজন কুফরীর শকিার হয়।" অন্য বর্ণনায়: "সে যাকে কাফরে বলছে সে যদি কাফরে হয় তাহলে তো হলোই; নতুবা বক্তার উপরই সটেি ফরিেত আসব।ে"

কাফরে বা ফাসকে হুকুম দয়োর মূলনীতসিমূহ:

এক: সংশ্লষ্টি কথা বা কাজ যে কাফরে হওয়া বা ফাসকে হওয়াকে আবশ্যক করে এর সপক্ষে কুরআন বা সুন্নাহর প্রমাণ থাকা।

দুই: কাফরে হওয়া বা ফাসকে হওয়ার শর্তাবলি পূর্ণ হওয়া ও প্রতবিন্ধকতাগুলো দূর হওয়ার মাধ্যমে বধিানটি নর্দিষ্টি সইে বক্তা বা কর্তা উপর প্রযোজ্য হওয়া।

কাফরে হুকুম দয়োর শর্তাবলি

কাফরে হুকুম দয়োর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছ:ে

ইসলাম-বরিোধী যে কথা বা কাজ সংশ্লষ্টি ব্যক্তরি কাফরে হওয়া বা ফাসকে হওয়াকে আবশ্যক করছে সে ব্যাপারে সুনশ্চিতি জ্ঞান থাকা। কারণ আল্লাহ তাআলা বলনে:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً

"সঠকি পথ স্পষ্ট হওয়ার পর কউে যদি রাসূলরে বরিুদ্ধাচরণ করে এবং মুমনিদরে পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে তাহলে আমি তাকে সদেকিইে ফরিয়িে দবি যদেকিে সে ফরিতে চয়েছে এবং তাকে জাহান্নামরে আগুনে দগ্ধ করব। সটো কতই না খারাপ গন্তব্য!"[সূরা নসিা: ১১৫]

তনিি আরো বলনে:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“কোনো সম্প্রদায়কে পথ দখোনোর পর তারা কি কি পরহিার করবে তা স্পষ্ট বলে না দওেয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাদরেকে বপিথগামী করনে না। আল্লাহ সবকছিু ভালোভাবে জাননে।”[সূরা তাওবাহ: ১১৫]

তাই আলমেরা বলছেনে: ফরয অস্বীকারকারী ব্যক্তি যদি নতুন ইসলামগ্রহণকারী হয়ে থাকে, তাহলে যতক্ষণ না তার কাছে শরয়ি বধিান স্পষ্ট করা হবে, ততক্ষণ তাকে কাফরে বলা করা হবে না।

কাফরে বা ফাসকে হুকুম দয়োর ক্ষত্রেে অন্যতম প্রতবিন্ধক হচ্ছে কুফরী বা ফুসুকী আবশ্যক হয় এমন কছিু তার পক্ষ থকেে তার অনচ্ছিায় ঘটে যাওয়া। এর ববিধি রূপ রয়ছেে, যথা:

১. সটেি করতে তাকে বাধ্য করা। জবরদস্তরি শকিার হয়ে সে সটেি করা; স্বাচ্ছন্দে নয়। এমতাবস্থায় তাকে কাফরে বলা যাবে না। কারণ আল্লাহ বলছেনে:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“(তাদরে ওপর আল্লাহর ক্রোধ রয়ছেে) যারা ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করে। তবে তারা ব্যতীত যাদরে উপর বলপ্রয়োগ করা হয় (অর্থাৎ যাদরেকে কুফরী করতে বাধ্য করা হয়) অথচ ঈমানে তাদরে মন প্রশান্ত; বরং যারা কুফরীতে মন খুলে দয়ে (অর্থাৎ মন থকেইে কুফরী কর), তাদরে ওপরই আল্লাহর ক্রোধ। এদরে জন্য ভয়ানক শাস্তওি রয়ছেে।”[সূরা নাহল: ১০৬]

- তার চন্তিা করার শক্তি স্থবরি হয়ে পড়ল। তীব্র আনন্দ, প্রচণ্ড দুঃখ বা ভীতি কংিবা অনুরূপ কারণে সে কী বলছে তা নজিে না জানা।

এর স্বপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে সহহি মুসলমিে (২৭৪৪) বর্ণতি আনাস ইবনে মালকে রাদয়িাল্লাহু আনহুর হাদীস। তনিি বর্ণনা করনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “বান্দা যখন তাওবা করে তখন আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দার তওবায় সইে ব্যক্তরি চয়েে বশেি খুশি হন, যে তার বাহনরে উপর চড়ে কোনো মরুভূমি বা জনহীন প্রান্তর অতক্রিমকালে বাহনটি তার নকিট থকেে পালয়িে যায়। খাদ্য ও পানীয় সব বাহনরে পঠিরে উপর থাকে। অতঃপর বহু খোঁজাখুঁজরি পর নরিাশ হয়ে সে একটি গাছরে ছায়ায় ঘুময়িে পড়ে। ইতোমধ্যে বাহনটি হঠাৎ তার সম্মুখে দাঁড়য়িে যায়। সে তার লাগাম ধরে খুশীর চোটে বলে ওঠে, ‘হে আল্লাহ! তুমি আমার দাস; আর আমি তোমার প্রভু!’ সীমাহীন খুশীর কারণে সে ভুল করে ফলে।”

২. আরো একটি প্রতিবন্ধক হচ্ছে ব্যক্তি কোন তা'বীল (অপব্যাখ্যা)-র দ্বারা প্রভাবিত হওয়া: অর্থাৎ সে কিছু সংশয়কে আঁকড়ে ধরা এবং সেগুলোকে প্রকৃত দলীল মনে করা। কিংবা সে শরয়ি দলীলকে যথাযথভাবে বুঝতে না পারা। তাই ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিকে কাফের বলে গণ্য করা যাবে না যতক্ষণ না নিশ্চিত হওয়া যাবে যে সে ইচ্ছাকৃতভাবে (সত্যের) বিরোধিতা করছে এবং তার অজ্ঞতা দূর হয়ে গিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً

“এ ব্যাপারে তোমরা ভুল করলে তোমাদের কোনো পাপ হবে না; কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায় করলে ভিন্ন কথা (পাপ হবে); তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[সূরা আহযাব: ৫]

ইবনে তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ ‘মাজমুউল ফাতাওয়া’ (২৩/৩৪৯) গ্রন্থে বলেন: ‘ইমাম আহমদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ঐ সমস্ত খলীফাদের (যারা জাহমীদের আকীদায় প্রভাবিত হয়ে কুরআনকে সৃষ্ট দাবি করেছিল এবং এই মতের পক্ষাবলম্বন করেছিল) জন্য রহমতের দোয়া করেছিলেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন যে তাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়নি যে, তারা রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ও রাসূল যা নিয়ে এসেছেন সেটাকে অস্বীকারকারী। কিন্তু তারা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভুল করেছেন এবং যারা এমন মতামত দিয়েছিল তাদের তাকলীদ (অন্ধ অনুকরণ) করেছে।’[সমাপ্ত]

তিনি আরো বলেন [মাজমুউল ফাতাওয়া (১২/১৮০)]:

“তাকফীর করার ক্ষেত্রে সঠিক মত হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মাঝে যে ব্যক্তি ইজতিহাদ করেছে ও সত্য অন্বেষণ করতে গিয়ে ভুল করেছে তাকে কাফের বলা যাবে না। বরং তার ভুল ক্ষমা করা হবে। যে ব্যক্তির কাছে রাসূল যা নিয়ে এসেছে তা স্পষ্ট হওয়ার পরও রাসূলের বিরোধিতা করেছে এবং সঠিক পথ স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করেছে সে কাফের। যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে, সত্য অন্বেষণে অবহেলা করেছে এবং না-জেনে কথা বলেছে সে অবাধ্য ও পাপী। অতঃপর সে ফাসেক হতে পারে, আবার তার এমন কিছু ভালো কাজ থাকতে পারে যা মন্দ কাজের চেয়ে বেশি হতে পারে।”[সমাপ্ত]

তিনি আরো বলেন (৩/২২৯):

“যে ব্যক্তি আমার সাথে উঠাবসা করে সে জানে যে আমি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতার দায়ে অভিযুক্ত করার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি নিষেধ করে থাকি; যদি না এটি জানা যায় যে তার উপর রিসালাতের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে যেটির বিরোধিতা করলে ব্যক্তি কখনো কাফের, কখনো ফাসেক আবার কখনো অবাধ্য হয়ে যাবে। আমি স্বীকৃতি দিই যে, আল্লাহ এই উম্মতের ভুলগুলো ক্ষমা করে দিয়েছেন। এই ক্ষমা সংবাদমূলক বাচনিক ভুলসমূহ ও কর্মগত

ভুলসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ ধরনরে বহু বষিয়ে সালাফ মতভদে করে আসছনে। কন্িতু তাদরে কউে একে অন্যকে কুফরী, ফাসকেী ও অবাধ্যতার সাক্ষ্য প্রদান করনে।ি'

তনিি কছিু উদাহরণ দয়িে এরপর বলনে:

'আমি স্পষ্ট করছে যি সালাফ ও ইমামদরে পক্ষ থকেে 'অমুক অমুক কথা যে বলে সে কাফরে' এমন উদ্ধৃতওি সত্য। তবে কাউকে নর্িদষ্টি না করে বলা আর নর্িদষ্টি করে বলার মাঝে পার্থক্য করা আবশ্যক...'

এক পর্যায়ে তনিি বলনে: 'তাকফীর করা শাস্তরি হুমকি প্রদানরে মতো। যদওি কোন কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে রসিালাতকে মথি্যা প্রতপিন্নকারী হয়, কন্িতু হতে পারে সইে ব্যক্তি সদ্য ইসলাম গ্রহণ করছে অথবা সুদূর মরু অঞ্চলে সে বড়েে উঠছে। এমন ব্যক্তি যা অস্বীকার করছে সটেরি দায়ে তাকে কাফরে বলে গণ্য করা যাবে না; যতক্ষণ না তার কাছে প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়। হতে পারে ঐ ব্যক্তি শরীয়তরে সইে দললিগুলো শোননে কিংবা শুনলওে তার কাছে সগেুলো সাব্যস্ত হয়নি কিংবা তার কাছে সগেুলোর সাথে সাংঘর্ষকি অন্য দললি আছে যা সইে দললিগুলোর তা'বীল (ব্যাখ্যা) করাকে অনবিার্য কর;ে যদওি তার তা'বীল ভুল হয়।

আমি সবসময় সহহি বুখারী ও মুসলমিে বর্ণতি হাদীসটি উল্লখে করি। এক লোক বলছেলি: 'যখন আমি মারা যাব তখন আমাকে পুড়াব,ে এরপর গুঁড়ো করে ফলেব।ে তারপর আমাকে সাগরে ছড়য়িে দবি।ে আল্লাহর কসম! আল্লাহ যদি আমাকে পয়েে যান তাহলে আমাকে এমন শাস্তি দবিনে যা জগতরে কাউকে দনেনি।' তার সন্তানরো তার সাথে সটোই করল। আল্লাহ তাকে জজ্ঞিাসা করলনে: 'তোমাকে কোন বষিয়টি এই কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করছে?' লোকটি বলল: 'আপনার প্রতি ভয়'। তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দলিনে।

এই ব্যক্তি এমন লোক যে আল্লাহর ক্ষমতার ব্যাপারে এবং তাকে ছটিয়িে দয়োর পর পুনরুত্থান করার ব্যাপারে সে সন্দহে পোষণ করছেলি। বরং সে বশি্বাস করছেলি যে তাকে পুনরুত্থতি করা যাবে না। মুসলমিদরে সর্বসম্মতক্রিমে এমন বশি্বাস কুফরী। কন্িতু সে ছলি অজ্ঞ। এই বষিয়টি তার জানা ছলি না। কন্িতু, সে মুমনি ছলি এবং আল্লাহর শাস্তকিে ভয় করত। সে জন্য আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দয়িছেনে।

সুতরাং ইজতহিাদ করার যোগ্য, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে অনুসরণে সচষ্টে তা'বীলকারী (ভুল ব্যাখ্যাকারী) এই ব্যক্তরি চয়েে ক্ষমা পাওয়ার অধকি উপযুক্ত।'[সমাপ্ত]

[শাইখ ইবনে উছাইমীনরে 'আল-কাওয়ায়দেুল মুছলা' গ্রন্থরে উপসংহার থকেে সংকলতি ও কছিু বষিয় সংযোজতি]

তাকফীররে বষিয়টি যহেতেু এতটা ভয়াবহ এবং এ ক্ষত্রেে ভুল হওয়াটা গুরুতর তাই একজন ত্বালবিুল ইলমরে, বশিষে করে প্রাথমকি স্তররে তালবিুল ইলমরে উচতি এ বষিয়ে কথা না বলা এবং নজিকেে এমন উপকারী ইলম অর্জনে ব্যস্ত রাখা যার

মাধ্যমে সে নিজের দুনিয়া-আখিরাতকে সংশোধন করতে পারবে।

আলেমদের শরণাপন্ন হওয়ার গুরুত্ব

আপনাকে কিছু বই পড়ার পরামর্শ দেওয়ার আগে আমরা আপনাকে উপদেশ দিব যেন আপনি ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহর আলেমদের সাহায্য নেন। কারণ এটি অধিকতর সহজ ও নিরাপদ পথ। তবে শর্ত হচ্ছে আপনি যার থেকে ইলম নিবেন তিনি জ্ঞানে ও দ্বীনদারিতায় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হতে হবে, সুন্নাহর অনুসরণে ও বিদআত পরিহারে বিশ্বস্ত হতে হবে।

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘নিশ্চয় এই ইলম দ্বীন। সুতরাং আপনারা যাচাই করে দেখুন কার কাছ থেকে দ্বীন গ্রহণ করছেন।’[মুসলিম তার সহিহ গ্রন্থের ভূমিকায় উক্তিটি বর্ণনা করেছেন]

আপনি যে স্থানে আছেন সেখান থেকে যদি আপনার জন্য আলেমদের দরসে উপস্থিতি হওয়া সম্ভবপর না হয়, তাহলে তাদের লেকচারের ক্যাসেটের সাহায্য নিতে পারেন। বর্তমানে সিডি বা ইসলামী ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সেগুলো পাওয়া আরও সহজ হয়ে গিয়েছে; আলহামদুলিল্লাহ। এরপর আপনি কিছু ত্বালিবে ইলমের দ্বারাও উপকৃত হতে পারেন, যারা শরয়ি জ্ঞান ও সুন্নাহর অনুসরণের ব্যাপারে আগ্রহী। খুব কম স্থানই আছে যেখানে এ ধরনের ত্বালিবে ইলম নেই; ইন শা আল্লাহ।

প্রস্তাবিত কিছু বই:

আপনি যে কিতাবগুলো সংগ্রহ করে পড়তে পারেন:

- তাফসীর: শাইখ ইবনে সা'দীর রচিত 'তাফসীরে সা'দী' এবং তাফসীরে ইবনে কাসীর।
- হাদীস: 'আল-আরবাউন নাওয়ায়িয়াহ' (ইমাম নববীর চল্লিশ হাদীস) এবং সাথে এর যে কোনো একটি ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যা হিসেবে ইবনে রজবের ‘জামেউল উলূমি ওয়াল-হিকাম’ বইটিকে গুরুত্ব দিবেন। এরপর ‘রিয়াদুস সালিহীন’ বইটি নিতে পারেন এবং এই বরকতময় বইটিকে বেশি গুরুত্ব দিবেন। আপনি এ বইটির ক্ষেত্রে শাইখ ইবনে উছাইমীনের ব্যাখার সহায়তা নিতে পারেন।
- আকীদা: শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাবের ‘কিতাবুত তাওহীদ’ -কে গুরুত্ব দিবেন। বইটির সাথে এরই একটি সহজ ব্যাখ্যাগ্রন্থ পড়বেন। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যার ‘আল-আকীদাতুল ওয়াসিত্বিয়্যাহ’ পড়বেন। সাথে এ বিষয়ে কিছু উপকারী পুস্তিকা পড়বেন। যেমন: ইবনে রজবের ‘তাহকীকু কালিমাতিল ইখলাস’ এবং ইবনে তাইমিয়্যার ‘আত-তুহফাতুল ইরাকিয়্যা ফিল-আ’মাল আল-ক্বালবিয়্যাহ’।
- ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহুর ‘যাদুল মা’আদ’ গ্রন্থের সহায়তা নিবেন। এছাড়া তাঁর অন্যান্য অনেক বই, যেমন: 'আল-ওয়াবিলুস সায়্যিব', 'আদ-দা ওয়াদ-দাওয়া'।

এটি একটি প্রাথমিক তালিকা। পড়ার সাথে সাথে যদি আপনি এমন কাউকে পেয়ে যান যে আপনাকে পড়তে ও বুঝতে সাহায্য করবে তাহলে আপনার জন্য উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ বই জানার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আপনার ইলম বৃদ্ধি পাবে ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।